237764 - কোন সে জ্ঞান যার দ্বারা মৃত্যুর পরে উপকার পাওয়া যাবে

প্রশ্ন

কোন সে জ্ঞান যার দ্বারা উপকার হয়, যে জ্ঞানকে নিম্নোক্ত হাদিসে উদ্দেশ্য করা হয়েছে: "যখন মানব সন্তান মারা যায় তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ছাড়া"। উপকারী জ্ঞান কি কেবল শরয়ি ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ; নাকি দুনিয়াবী উপকারী জ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করে? আমি ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোর্তিবিদ্যা ও গণিত ইত্যাদি সাবজেক্টে যৎসামান্য কিছু জ্ঞান দিয়েছেন। আমি এ সকল সাবজেক্টের উপর সিরিজ ভিজুয়্যাল ক্লাসের একটি ওয়েবসাইট বানাতে চাই; যাতে করে স্কুল ও ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা বিনামূল্যে ক্লাসগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। এটি তাদের শিক্ষা কারিকুলাম পাস করার ক্ষেত্রে যেমন সহযোগিতা হবে অপর দিকে জ্যোর্তিবিদ্যার মাধ্যমে মহাবিশ্বে আল্লাহ্র সুনিপুন সৃষ্টিকে জানা যাবে। এর মাধ্যমে আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি। এ কর্মটি কি উপকারী জ্ঞানের মধ্যে পড়বে যা দিয়ে আমি আমার মৃত্যুর পরে উপকৃত হতে পারব; নাকি নয়?

প্রিয় উত্তর

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "মানব সন্তান মারা গেলে তার আমল স্থগিত হয়ে যায় কেবল তিনটি ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া, কিংবা উপকারী ইলম..." এর দ্বারা কি শরয়ি জ্ঞান উদ্দেশ্য; নাকি দুনিয়াবী জ্ঞান?

জবাবে তিনি বলেন: হাদিসের প্রত্যক্ষ মর্ম সাধারণ। প্রত্যেক যে জ্ঞানের মাধ্যমে উপকার সাধিত হয় সেটা দ্বারা সওয়াব হাছিল হবে। তবে এর অগ্রে ও চূড়াতে থাকবে শরয়ি জ্ঞান। যেমন ধরি কোন মানুষ মারা গেল। মারা যাওয়ার আগে তিনি কিছু মানুষকে কোন একটি বৈধ শিল্প শিখিয়ে গেলেন। যে ব্যক্তি এই শিল্প শিখেছে এর দ্বারা সে উপকৃত হল। তাহলে তিনি সওয়াব পাবেন; এই আমলের কারণে প্রতিদান পাবেন।"[লিকাউল বাব আল-মাফতুহ (১৬/১১৭)]

পর সমাচার: আপনি যে ওয়েবসাইটটি বানানোর সংকল্প করেছেন এটি ইনশা আল্লাহ্ উপকারী ও ভাল উদ্যোগ। নিঃসন্দেহে এ বিষয়গুলোর শিক্ষা অর্জন করা উম্মতের জন্য কল্যাণকর। বরং এ জ্ঞানগুলো অর্জন করা ফরযে কিফায়া; উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকা আবশ্যক যাদের মাধ্যমে উম্মতের এ জ্ঞানগুলোর প্রয়োজন পূরণ হবে এবং উম্মতের জন্য যথেষ্ট হবে।

এর সাথে যদি মুসলিম ভাইদের জন্য কঠিন বিষয়কে সহজ করা ও তাদের পড়াশুনায় তাদেরকে সহযোগিতা করার আপনার যে অভিপ্রায় সেটাকে যোগ করা হয় তাহলে সেটা আল্লাহ্র নিকট মহা পুরস্কারপ্রাপ্তির মাধ্যম; যদি আপনি এমন আমলের ক্ষেত্রে নিয়তকে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ করেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "সুতরাং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।"[সূরা যিলযাল, ৯৯: ৭-৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়াবী কোন বিপদ দূর করবে আল্লাহ্ তার কিয়ামতের কোন বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অস্বচ্ছলের জন্য সহজ করে দিবেন আল্লাহ্ তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। কোন বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে ততক্ষণ আল্লাহ্ও তার সহযোগিতায় থাকেন। যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের পথ ধরে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"[সহিহ মুসলিম (২৬৯৯)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।